২০/৮/২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আবারও সংঘাতমুখী ও উত্তেজনাপূর্ণ
উঠেছে। একটি প্রধান ছাত্র সংগঠনের আহ্বানে ১৫ দিনব্যাপী পালিত ধর্ম
পর গত ১৩ আগস্ট যখন ক্লাসসহ স্বাভাবিক সকল কার্যক্রম শুরু হয়েছিল
৩১ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পাশাপাশি সচেতন সকল মহলও আশা করেছিলে
দেশের এই সর্বোচ্চ ক্যাম্পাসে অন্তত অদূরভবিষ্যতে কোন সংঘাত ঘটবে না
শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু মাত্র চার দিন পরই সেখানে পরিস্থি
আকস্মিক অবনতি ঘটেছে। গত ১৭ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান
গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন একজন ছাত্রনেতা। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে
বিতর্ক থাকলেও সাবেক ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে
প্রতিপক্ষ সংগঠনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তারপরই শুরু হয়ে গেছে
উচ্ছেদ অভিযান, বিগত সরকারের আমলে যা ছিল এক নিয়মিত কার্য
সেদিনও চারটি হলে প্রধান ছাত্র সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মীর ওপর
চালানো হয়েছে, ৫০টির বেশী কক্ষে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে
অনেককে হল ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে, সাবেক ক্ষমত
দলের অনুসারী ছাত্র সংগঠনের এই সন্ত্রাস ও নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রধান সং
আবারও লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এর ফলে, মাত্র চার দিন স্বাভ
থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। সিন্ডিকে
এক জরুরী সভায় তিন দিনের জন্য সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা
হয়েছে। সিন্ডিকেট একইসাথে একটি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি
করেছে। কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে ভিসির হলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সং
রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এদিকে, তথ্যাভিজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করেছে
আওয়ামী লীগ আমলের মতো সন্ত্রাস-নির্যাতন ও হল থেকে ছাত্র বিতা
অভিযান অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।
বলার অপেক্ষা রাখে না, ছাত্রহত্যাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরি
অত্যন্ত আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং অনতিবিলম্বে একে স্বাভ
করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া দরকার। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশা
একথা জানানো আমরা দায়িত্ব মনে করি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সা
ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই এবং সততার সঙ্গে স্থায়ী
সমাধান চাইলে বিগত বছরসমূহে সৃষ্ট সকল সমস্যাকে আগে বিবেচনায়
হবে। পর্যালোচনায় দেখা যাবে, দায়ী আসলে বিগত সরকারের দলীয়করণ
এবং সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনটির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। প্রধান ছাত্র সংগ
পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে এবং এটাই সত্য যে, সরক
নির্দেশে ও পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে একদিকে প্রচণ্ড
নির্যাতন চালানো হয়েছে, অন্যদিকে হলগুলো থেকে তাড়ানো হ
সরকারবিরোধী নেতা-কর্মীদের। নিন্দনীয় এই উচ্ছেদ অভিযানের শিকার হ
এমনকি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আপত্তির কারণ ঘটিয়ে
ভাইস চ্যান্সেলর, যাকে সঠিকভাবেই সাবেক ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশ পাল
লেজুড়বৃত্তি করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ব
সময়েও ভিসি তার অনুচরসুলভ ভূমিকা বজায় রেখেছেন এবং অভিযোগ উ
যে, সিন্ডিকেট কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকসমূহে সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্গ
করা সত্ত্বেও বিতাড়িত ছাত্রদের হলে পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিনি সততার প
দেননি। ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রেও ভিসি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন-
ফলে একদিকে দিনের বেলায় একজন ছাত্রনেতার মৃত্যু ঘটেছে এবং অন্য
উচ্ছেদ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করাসহ সন্ত্রাস চালানোর সুযোগ পেয়েছে চি
ছাত্র সংগঠনটি।
আশংকাও মারাত্মক হয়েছে একই কারণে। বলা হচ্ছে, সাবেক ক্ষমতাসীন
অনুসারী হিসেবে পরিচিত এই ভিসি'র কাছ থেকে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়
পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য তার অপসারণের দাবীও শক্তি
করেছে, যে দাবী রয়েছে অনেকদিন ধরে। আমরা অবশ্য পরিস্থিতিকে স্বাভ
করার বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে চাই। প্রথমে দরকার অছাত্র-গুণ্ডা-সন্ত্রাসী
ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করা। কাজটি মোটেই কঠিন নয়, কারণ, গুণ্ডা-সন্ত্র
ইতোমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে, কর্তৃপক্ষ তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি সম্প
জানেন। একযোগে দরকার বিগত সরকারের আমলে এবং সাম্প্রতিক হত্যাক
দিনটিতে বিতাড়িত সকল আবাসিক ছাত্রকে যার যার হলে ওঠানো এবং ত
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আমরা মনে করি, এ দু'টি বিষয়ে সততার সঙ্গে
পদক্ষেপ নেয়া হলেই পরিস্থিতিকে অনেকাংশে স্বাভাবিক করে তোলা স
এরপর থাকবে ভিসিসহ কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতার দিকটি এবং তাদেরকে অ
রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। পাশা
মনোযোগ দিতে হবে অন্য সমস্যাগুলোর দিকে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের
ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের চেষ্টা করতে হবে। আমরা আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ
কর্তৃপক্ষ গঠনমূলক ভূমিকা পালনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠবে এবং ক্যা
স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে। এমন উদ্যো